দেওয়া নেওয়া হতে পারে
রঞ্জন গুপ্ত

একটু শুনুন! আপনার ঐ বিড়ির আগুন থেকে
আমার সিগারেটটা একটু ধরিয়ে নিই
জানেন তো দিয়াশলাই নিয়ে ঘুরি না
আর আগের মতো ল্যাম্পপোস্টে
জলন্ত পাকানো দড়ি এখন ঝোলে না।

তাই আগুন রিলে হতে পারে
দোষ নেই–
আগুনে দোষ নেই– আগুনে
ছুৎ অচ্ছুৎ নেই,
দাতা গ্রহীতা নেই
ব্যয় অপব্যয় নেই
আগুন দেওয়া নেওয়া চলতে পারে–

অ্যাঁ! কী বলবেন? সিগারেটটা?
একটু বিড়িটা ধরিয়ে নেবেন– তা নিন না
আগুন দেওয়া যেতে পারে– নেওয়াও যেতে পারে
দেওয়া নেওয়া অবশ্যই হতে পারে প্রয়োজন মতো।

পাশ
অমৃতা প্রীতম
ভাষান্তর : জয়ন্ত ভট্টাচার্য

প্রত্যেকেরই স্বপ্ন দেখার প্রবণতা থাকে না।

প্রত্যেকেরই স্বপ্ন দেখার প্রবণতা থাকে না।
তাই ডিনামাইটের ফিউজ
পেটের ভিতর ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে–
তা বিস্ফোরণের
স্বপ্ন দেখতে পারে না।
পারলে, সে নিজে নিজেই বিস্ফোরণ ঘটাত।

প্রত্যেকের স্বপ্ন দেখার প্রবণতা থাকে না
তাই, হাতের ঘাম
হাতেই শুকিয়ে যায়;
তাই, বলসঞ্চার দ্বারা কার্যসম্পাদন সম্ভব হয় না।
তাই, সারি সারি ইতিহাসের বই
তাকের ওপর
মূকের মতো পড়ে থাকে।

স্বপ্ন দেখতে হলে
একজনের চাই সাহস ও শক্তি
আর স্বপ্ন দেখার প্রবণতা।

সংগ্রাহক
এরিক ফ্রায়েড
ভাষান্তর : জয়ন্ত ভট্টাচার্য

আমি যা কিছু সংগ্রহ করেছি
আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে
লোকে সেগুলি বাতাসে চারিদিকে
আবার ছড়িয়ে দেবে।

পুরনো গ্যাজেট
প্রস্তুরীভূত গাছপালা ও খোলস
বইপত্তর ভাঙা পুতুল
রঙিন পোস্টকার্ড

আর আমার সব
কুড়িয়ে পাওয়া কথা
অসমাপ্ত
ওউপেক্ষিত থেকে যাবে

মাঝ ধরার গল্প
যশোধরা রায়চৌধুরী

এক ঘর ভিড় থেকে ছোঁ মেরে তুলছ তুমি, সেই
চোখের আঁকশিতে বিঁধে গেছি যেই, কী যে টান, কী যে
জড়িয়ে মড়িয়ে যাওয়া নাইলন সুতোয়
মাছের জীবনে এত সয় না ওগো ছিপফেলা বিষাদ যুবক
পাড়ে বসে শান্ত তুমি কেন নিলে এভাবে আমাকে

আপাতত শান্ত জল, আপাতত বৃত্ত, ঢেউ অচানক ঢিল নেই জলে
কোথাও কিছু নেই, অবসাদে, অপমানে ডোবা
পানাপুকুরের মতো স্রোতহীন জীবনে রয়েছি
রোজ মরি রোজ বাঁচি সকড়ি ভাত খুঁটে খুঁটে খাই

কেন তুমি ছিপ হাতে আপাত শান্তির এই দিনে
আমাকে তড়পালে, আমি ছটফটিয়ে উঠেছি কাতর
চোখের অঙ্কুশে বিঁধে আমি মাছ তোমার আহ্লাদে
উছলে উঠেছি যেই, সুতোরিল পাকিয়ে পাকিয়ে
তুমিও খেলিয়ে তোলো আমাকে শুকনো ওই পাড়ে

তারপর, একবুক হাওয়া নেব, হাঁকপাঁক করে মরে যাব।

হে কলকাতা
চিত্রালী ভট্টাচার্য

যেখানে ভিজেছে মন, সেখানেই কলকাতা শুরু
চারিদিকে ভিড়ের আজান, অসমাপ্ত যাত্রাপথ
বাতিল ট্রামের মতো নিস্তব্ধ ছড়িয়ে আছে রাতে।
মোহরকুঞ্জ থেকে মোহর কুড়িয়ে পাওয়া
নিছকই স্বপ্নসন্ধান– জানি, তবু
গায়ে মাখি ধূপছাও, চেখে দেখি অন্ধ উচ্ছ্বাস
খুঁজে পেতে বার করি সোনালি মাদুর
ঘাসের ওপর পেতে চেয়ে দেখি উড়ন্ত দুপুর
আমাকে উদাস দেখে শহরও কেঁদে ওঠে
আলাভোলা লাগে তাকে।
হে কলকাতা, তোমাকেই হারাই আমি
বারে বারে অগতির স্রোতে,
ঘরে ফিরি, আলো জ্বালি,
খুলে ফেলি ধুলোর পোশাক
স্বপ্নের ভেতর ঢুকে তোমাকেই দেখি সারারাত
দেখি, তুমি তিলোত্তমা নও, বিলকুল মায়ের মতো
মেনোপজ পেরিয়ে যাওয়া কেউ,
রক্তচাপ বেড়ে গেছে, দু পায়ে হাড়ের অসুখ
তবু তুমি বেঁচে আছো
ধুয়ে দিচ্ছ বিষণ্ণ কবিদের মুখ–
নরম আলোয়